অনুগল্প

দেহহীন

কাউসার খান

সাড়ে তিন বছর পর প্রথম হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম স্বরসতির জন্য। স্তব্ধতার পর ভাবনার রঙে রঙে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে ফলে ফলে প্রজাপতি এসে থামে, তারপর বলে-

-কই তুমি?

-এ্যাইতো।

-দেখছি না যে।

হো হো করে হেসে ওঠে আবার জিজ্ঞেস করে-

-তুমি কোথায়...?

-স্পষ্ট আলোতে আমাকে সবাই দেখে, এ্যাই যে আমি।

অবজ্ঞার স্বরে বলে-

-তুমি এখনো! তাহলে কি করে দেখা হবে বন্ধু।

তারপর অনেকদিন, অনেকদিন ধরে একদিন একদিন করে দেখা হয় তার সাথে।

গল্পটা এরকমই একদম সাদামাটা সাধারণ কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না, আর করে না বলেই অনেক কথা।

আমাকে যে ধরবে সেটা তিনি রাষ্ট্র করেই বলতেন। পাগলাটে, অগোছালো টাইপের মানুষ খন্দকার সাহেব। কথার গুরুত্ব-অগুরুত্ব কোনোটাই কেউ কখনো দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি। কাজে-অকাজে ডাকে,

-ওই কামলা কয়লমা পড়োচ নাকি?

হাসতে হাসতে দম যায়, কি কইতে কি কয় আল্লাহ মালুম। মশারী-হারিকেন উলোট-পালোট শব্দে মাথা আমার যায় যায় আর কি। মাছ খায়লে পানি কয়, গাছ দেখলে কাঠ কয়। কি যে অবস্থা, আবার কেউ কইলে খেপেও। বলে-

-শব্দে কি আসে যায়, তুই বোঝোচ তো।

-হুঁ, না বুইজ্জা উপায় আছে।

-ক'তো এইডা কি?

মশারীরে হারিকেন কইতেই তাঁর সব আনন্দ ভাইঙ্গা ভাইঙ্গা পড়ে। আর এ ব্যাপারটা সহজে ধরতে পারি বলেই নাকি তিনি আমাকে একটু বেশী ভালোবাসতেন।

ছোট করে বলতে চাইলেও এ পর্যন্ত যতোটুকু বলেছি সেটাকে বড়োজোড় ভূমিকা বলা যায়।

কিন্তু এবার এতোদিন পর তাঁর কথা মোহ মায়াজাল মন্ত্রের মতো ঘোরঘোর করে আমার এ দেহস্বত্তার পাশে। শাসন-অনুশাসনের বাইরে, জগত থেকে জগতে, এখান থেকে সেখানে বন্ধ নয়নে দেখি। কি আনন্দ, কি উচ্ছ্বাস আমার। সারাদিন ঘুরিফিরি। আহ্, জীবন বুঝি

এমনই লয়-তরঙ্গে কতোকিছু, কেউ দেখে তো, কেউ বুঝে না, সমুদ্র সমুদ্র পাড়ি। সাহেবের এ তত্ত্ববাদ আমাকে আন্দোলিত করে।

এমন একটা সময়, একটা শীতের সকাল, শুভ্র কুয়াশায় ঢাকা।টুপটাপ, শিশির শিশির মাটি। মাটি দেহ আমার টেনে হিঁচড়ে যায়। নীরবতা ভেঙে হুংকার আসে
-ওই কয়লমা পড়োচ নাকি?
আমি অপ্রত্যাশার মাঝেও একটা প্রত্যাশিত চাহনি তাকাই। কুয়াশা ভেদ করে ধব্ধবে ওই আমার মানুষ আসে বিশাল আকাঙ্খার হয়ে।
-কিরে কি করচ? চল্ দুবলার ঘরে চা খাই।
ওশের চুডে চুপচুইপ্পা, বেড়া ভাইঙ্গা পড়ে, কঞ্চি বাশের বেঞ্চি দুইডা, লকলকাইয়া লড়ে। তারে খুজি তারে খুজি, কারে খুজি আমি, ওই আমার পাগলা ঘোড়ারে। দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই কই যে গেলাম নিজেও জানি না। দেহ মায়া জাল ভূবন থেকে ভূবনে ঘুরে বেড়ানোর পষ্ট আনন্দ এই প্রথম অনুভব করলাম। এমন অবস্থায় তিনিও আনমনো থেকেই বলেন-
-কিরে কি অবস্থা, বের হতে পারিস না।
আমি বলি-
-না না, পারি না।
-তাহলে?,
-তাহলে আবার কি? এমনই থাকবো যেমন সবাই থাকে।

কিন্তু একদিন দেখি আমি নেই। আমি চিৎকার করি, হাউমাউ করে কেঁদে উঠি। পাগলের মতো সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে, ঝড়-বাদলে ভেঙেচোরে খুঁজি। তারপর ক্লান্ত-শ্রান্ত অনেকদুর ঘুরেফিরে যখন চূড়ান্ত ভেঙে পড়া আমি তখন নীরহ একটা গন্ডির মাঝে খোঁজে পাই আমাকে। আহারে এই বুঝি আমার জীবন। আমি স্পষ্টতই পার্থক্য বুঝি। আমি ফিরে যেতে পারিনি। লাগামহীন ঘোড়ার মতো খোঁজে বেড়াই আমার হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছু। স্বরসতি, স্বরসতি চিৎকারে আকাশ-পাতাল এক করে ফেলি। ছুটে যাই গোলাপ ফোটা আমার বিশাল প্রাঙ্গণে, আলিঙ্গন করি আমার কালি মূর্তির যৈবতী স্বরসতিকে। উলোট-পালোট করি ফেলি মুহুর্তে। সবাই দেখে, কেউ চিৎকার তুলেনি এবার অথচ এখানেই আমি প্রথম মৃত্যুবরণ করি স্বরসতিকে একটা গোলাপ দেয়ার অপরাধে।

গল্পটা এখানে শেষ হলে আমার লাল টুকটুকে বউ এসে দাঁড়ায় আমার পাশে। বলে
-কই তোমার গল্প।তারপর পুরোটাই পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে। তারপর আবার বিশ্মিত হয়ে বলে,
-কই তুমি তো মরোনি।
আমি নিজের মাঝেই হো হো হাসির একটা শব্দ শুনতে পাই। অবিশ্বাস্ ভাব নিয়ে চারদিকে থাকাই। তারপর একটা হাসি দেই এভেবে যে কমপক্ষে ও যে বুঝতে পারেনি আমি মরে গেছি।

email: kawsark@gmail.com